রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

৬

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৪, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ জুন ২০০৮

নং ১০৬ (আমঃমুঃপ্রঃ)/আইন-অনুবাদ-০৬/০৮।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বেতার টেলিগ্রাফি আইন, ১৯৩৩ (১৯৩৩ সনের ১৭ নং আইন) নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

বেতার টেলিগ্রাফি আইন, ১৯৩৩

১৯৩৩ সনের ১৭ নং আইন

বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বেতার টেলিগ্রাফি আইন, ১৯৩৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হইবে।

(৩) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "বেতার যোগাযোগ" অর্থ সম্প্রচারকারী এবং গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে তার অথবা অন্যান্য নিরবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সঞ্চারকের ব্যবহার ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তির সাহায্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ বা অন্যান্য যোগাযোগ স্থাপন, সম্প্রচার বা গ্রহণ;

(২) "বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র" অর্থ বেতার যোগাযোগে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের ক্ষমতা সম্পন্ন যে কোন যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা উপকরণ, এবং ধারা ১০ এর অধীন প্রণীত বিধিদ্বারা নির্ধারিত বেতার টেলিগ্রাফি সরঞ্জামও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে অন্যান্য বৈদ্যুতিক কার্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত কোন যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা উপকরণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি ইহা বেতার যোগাযোগের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্টকৃত বা সংযোজিত অথবা যন্ত্র, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম বা উপকরণের অংশের জন্য নির্দিষ্টকৃত বা সংযোজিত অথবা ধারা ১০ এর অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্রপাতি না হয়; এবং

(৩) "নির্ধারিত" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত।

৩। **লাইসেন্স ব্যতীত বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিবার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।**—ধারা ৪ এর ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিতে পারিবেন না।

৪। **এই আইনের বিধান হইতে কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতিদানে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে বা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের বিধান হইতে অথবা সুনির্দিষ্ট বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র সম্পর্কে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **লাইসেন্স**।—(১) এই আইনের অধীন বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিবার জন্যে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ডাকঘরের মহাপরিচালক বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইবেন, এবং তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শর্তে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) টেলিগ্রাফি আইন, ১৮৮৫ (১৮৮৫ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ এই আইনের অধীন কোন টেলিভিশন গ্রহণ যন্ত্র অধিকারে রাখিবার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে একটি টেলিভিশন গ্রহণ যন্ত্র দখলে রাখিতে উক্ত আইনের অধীন লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

৬। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৩ এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র দখলে রাখিলে, প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে এবং, দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে, অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তির আপাত দখলে বা তাহার কার্যকর নিয়ন্ত্রণাধীনে কোন বাড়ি বা স্থানে বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র থাকিলে, উক্ত যন্ত্র উক্ত ব্যক্তির দখলে রহিয়াছে মর্মে আদালত ধারণা করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন অপরাধের বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হইবে কি না তদবিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং আদালত এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তদনুসারে উহা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **তল্লাশির ক্ষমতা**।—(১) কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, ধারা ৬ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে এইরূপ কোন বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র কোন ভবনে, জলযানে বা স্থানে রাখা হইয়াছে বা লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত স্থান তল্লাশির আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তল্লাশির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরোয়ানায় উল্লিখিত যে কোন ভবন, জলযান বা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যদি তাহার এইমর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ধারা ৬ এর অধীন বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা জব্দ করিতে পারিবেন।

৮। **বাজেয়াপ্তকৃত বা মালিকবিহীন যন্ত্র সরকারের সম্পত্তি হইবে**।—ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে বাজেয়াপ্তকৃত এবং আপাত মালিকবিহীন সকল বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র সরকারের সম্পত্তি হইবে।

৯। রহিত।

১০। **সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা যাইবে—

(অ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন্ ধরণের বস্তু বা বস্তু শ্রেণী বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র হইবে উহা নির্ধারণ;

(আ) এই আইনের বিধান হইতে ধারা ৪ এর অধীন ব্যক্তিবর্গ বা বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অব্যাহতি প্রদান;

(ই) লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, সাময়িক স্থগিতকরণ এবং বাতিলকরণের পদ্ধতি ও শর্ত, লাইসেন্সের ফরম এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ;

(ঈ) বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্রের ডিলারদের মালিকানায় বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র সংগ্রহ এবং বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত নথি রক্ষণাবেক্ষণ;

(উ) ডিলার এবং প্রস্তুতকারী দ্বারা বেতার টেলিগ্রাফি যন্ত্র বিক্রয় এবং অনুরূপ যন্ত্র প্রস্তুত সম্পর্কিত শর্ত নির্ধারণ।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধিতে সরকার উহা লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ একশত টাকা অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান করিতে পারিবে।

১১। **টেলিগ্রাফি আইন, ১৮৮৫ এর হেফাজত।**—এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ এর অধীন নিষিদ্ধ কিছু করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না এবং, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাবলী ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এইরূপ কিছু করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন না, যাহা করিবার জন্য টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ এর অধীন একটি লাইসেন্স বা অনুমতি আবশ্যক।

এ. কে. এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।